কুষ্টিয়ায় সাপের কামড়ে শিশুর মৃত্যু

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় সাপের কামড়ে লামিয়া খাতুন (১০) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকালের দিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সে।

লামিয়া মিরপুর উপজেলার বহলবাড়িয়া ইউনিয়নের নওদা খাদিমপুর এলাকার সুমন আলীর মেয়ে।

লামিয়ার বাবা সুমন আলী জানান, রাতে মায়ের সঙ্গে ঘুমায় লামিয়া। মধ্যরাতে তাকে সাপে কামড় দেয়। এরপর যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকলে তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকালের দিকে লামিয়া মারা যায়।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দু’গ্রুপের সংঘর্ষ-আহত ২০

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আধিপত্য বিস্তার কে কেন্দ্র করে দুদল গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষে কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছে। দুধসর ইউনিয়নের কুলচারা গ্রামে সামাজিক আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আওয়ামীলীগ সমর্থিত দুই গ্রুপের মধ্যে মঙ্গলবার সকালে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলো-উভয় পক্ষের ওই গ্রামের বজলুর রহমান, সেলিম বিশ্বাস, হুজুর আলী বিশ্বাস, সবুর মিয়া, সোহাগ বিশ্বাস, জাইবার বিশ্বাস, নুজদার আলী বিশ্বাস, আখের আলী, নান্নু বিশ্বাস, রুস্তম আলী, খলিল বিশ্বাস, মোদাচ্ছের আলী, হাকিম বিশ্বাস, সবেদ আলীসহ অন্তত ২০ জন।

শৈলকুপা থানার ওসি জাহাঙ্গীর আলম জানান, দীর্ঘদিন ধরে ওই গ্রামের পান্নাফ মোল্লা ও সেলিম বিশ্বাসের সমর্থকদের মাঝে সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল।

গত সোমবার ওই গ্রামের পান্নাফের সমর্থক কেদার আলী সাথে সেলিমের সমর্থক মামুদ আলী জমি কেনা-বেচা নিয়ে বাক-বিতন্ডা হয়। এরই জের ধরে গতকাল মঙ্গলবার সকাল থেকে দফায় দফায় উভয়পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে উভয় পক্ষের কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

শৈলকুপা থানা পুলিশের সাথে সাপুড়িয়াদের মতবিনিময় সভা

ঝিনাইদহের শৈলকুপা থানার সার্ভিস ডেলিভারি সেন্টারে মঙ্গলবার সকাল ১১টায় উপজেলার সকল সাপুড়িয়াদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন,অফিসার ইনচার্জ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ও পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোঃ মহসীন হোসেন সহ সকল অফিসারবৃন্দ। অফিসার ইনচার্জ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম সাপুড়িয়াদের উদ্দেশ্যে বলেন,সাপে কাঁটা রোগীর চিকিৎসা করার নামে সময় ক্ষেপণ না করে, দ্রত সরকারী হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

সাপের সংবাদ পেয়ে সাপ ধরতে গেলে যেন নিজের নিরাপত্তা বজায় রেখে কাজ করা হয়। এছাড়া চিকিৎসার নামে অবহেলা করে কোন সাপে কাটা রোগীর মৃত্যুর কারণ যেন না হয়। যদি এমন হয় তবে উক্ত সাপুড়িয়াদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে বলে সতর্ক করেন।

শৈলকুপায় মাছের পোনা অবমুক্ত করণ

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে মাছের পোনা অবমুক্ত করণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা পরিষদের পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন ইউএনও কানিজ ফাতেমা লিজা।

এসময় উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শিকদার শেফালি বেগম,মৎস্য কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম, প্রেসক্লাবের সভাপতি এম হাসান মুসাসহ মৎস্যচাষী ও জেলেরা উপস্থিত ছিলেন।

মৎস্য কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম বলেন, মৎস্য খাত দেশের আমিষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় একটি খাত। এছাড়া কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও এ খাতের সম্প্রসার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মেহেরপুরে ৮ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে ৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ৪ জন, গাংনী ৩ জন, মুজিবনগর ১জন।

মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১১৯ টি। তারমধ্যে ৮ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ১৩৮ জন। তার মধ্যে সদরে ৬৩ জন, গাংনীতে ৫৬ জন এবং মুজিবনগরে ১৯ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ১৭৭ জন ।

মৃতদের মধ্যে সদরে ৮২ জন, গাংনী ৫৬ জন ও মুজিবনগরে ৩৯ জন।

বাল্য বিবাহ বন্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এনসিটিএফ এর কর্মশালায় এসপি জাহিদ

চুয়াডাঙ্গায় ন্যাশনাল চিলড্রেন’স টাস্কফোর্স (এনসিটিএফ) এর আয়োজনে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে শিশু তরুণ এবং অভিভাবকদের শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে । মঙ্গলবার সাড়ে এগারো টার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ পার্ক কমিউনিটি সেন্টারে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে শিশু তরুণ এবং অভিভাবকদের করণীয় শীর্ষক সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম প্রধান অতিথি থেকে উক্ত বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন ।

এ সময় তিনি বলেন, বাল্য বিবাহ একটি সামাজিক অন্যায় একে প্রতিহত করুন, এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলুন বাল্য বিবাহ বন্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত। বাংলাদেশে বাল্য বিবাহ একটি মারাত্মক সমস্যা৷ ইউনিসেফের শিশু ও নারী বিষয়ক প্রতিবেদনে অনুসারে বাংলাদেশের ৬৪% নারীর বিয়ে হয় ১৮ বছরের আগে৷ বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন অনুসারে ছেলেদের বিবাহের বয়স নুন্যতম একুশ এবং মেয়েদের বয়স আঠারো হওয়া বাধ্যতামূলক৷ অশিক্ষা, দারিদ্র, নিরাপত্তাহীনতা ও সামাজিক নানা কুসংস্কারের কারনে এ আইনের তোয়াক্কা না করে বাল্য বিবাহ হয়ে আসছে৷

তিনি আরোও বলেন, ‘বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ এ আইনে ২২টি ধারা আছে। তন্মধ্যে ১৯ ধারা বিশেষ শর্ত–সম্পর্কিত। বাল্যবিবাহ হলেই এর জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। জন্ম নিবন্ধন সনদ ব্যতীত কোন অবস্তুায়ই নিকাহ রেজিষ্টার যেন বিবাহ নিবন্ধন না করেন, সেরূপ আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে৷ প্রতিটি ইউনিয়নে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা যেতে পারে৷ নবম ও দশম শ্রেনীর পাঠ্য বইতে এ বিষয়টি

অর্ন্তভুক্ত করা হলে এর সুফল পাওয়া যাবে৷ জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে বেসরকারী সংস্থাগুলোও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে৷ প্রতিটি থানাসহ পুলিশ সুপারের কার্যালয় নারী ও শিশু হেল্পডেক্স, উইমেন সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

সেখানে কর্মরত নারী ও শিশু বান্ধব কর্মকর্তাগন নিরবিচ্ছিন্ন সেবা প্রদান করে চলেছেন। ইতোমধ্যে উইমেন সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রী’র মধ্যকার মনোমালিন্যের অবসান ঘটিয়ে অসংখ্য ভাঙ্গা সংসার জোড়া লাগানো হয়েছে। অবুঝ শিশু ফিরে পেয়েছে তাদের বাবা মাকে। আমার নিজ উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গায় কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই গর্বিত পিতা-মাতার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ পুরস্কার। “কন্যা সন্তান বোঝা নয়, আশীর্বাদ কন্যা সন্তান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। কন্যা সন্তান মা-বাবার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ নিয়ে দুনিয়ায় আগমন করে। কন্যা সন্তান জন্ম হলে ফোন করুন উপহার পৌঁছে যাবে সাথে সাথে।” যা অদ্যবদি পর্যন্ত চলমান রয়েছে। দেশের মোট জনগোষ্ঠির অর্ধেক নারী। এই বিপুল সংখ্যাক নারী পিছিয়ে থাকলে সামগ্রীক উন্নয়ন অসম্ভব। তিনি চুয়াডাঙ্গা সর্বস্তরের জনসাধারণের কাছে আইন শৃংঙ্খলা রক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী ও শিশু নির্যতান প্রতিরোধ এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরনে সহযোগিতা কামনা করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ সাজিদ হোসেন, ন্যাশনাল চিলড্রেন’স টাস্কফোর্স (এনসিটিএফ) এর সদসবৃন্দ, সাংবাদিকগন, শিশুকিশোর ও অভিভাবকবৃন্দ।

হরিণাকুণ্ডুতে যৌতুক না দেওয়ায় গৃহবধুকে অমানষিক নির্যাতন

ঝিনাইদহ হরিণাকুন্ডু উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের ছোট ভাদড়া গ্রামে যৌতুক না দেওয়ায় সিমা খাতুন (১৯) নামের এক গৃহবধুকে অমানষিক নির্যাতন করেছে তার স্বামী ও শ্বশুড় বাড়ির লোকজন। সোমবার রাতে

এ ঘটনা ঘটে। নির্যাতিতা সিমা খাতুনকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
সিমার মা আঙ্গুরা খাতুন জানান, ১ বছর আগে ছোট ভাদড়া গ্রামের টিপু বিশ্বাসের ছেলে রনি বিশ্বাসের সাথে বিয়ে হয়। বিয়ের সময় পরিবার থেকে রনিকে সোনার গহনাসহ নানা উপকরণ দেওয়া হয়। বিয়ের পর কিছুদিন সব কিছু ঠিক থাকলেও ৬ মাস পর থেকে সিমার উপর নির্যাতন শুরু করে রনি ও তার পরিবার। বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনতে অস্বীকার করায় প্রায়ই তাকে শারিরীক ও মানষিক নির্যাতন করে আসছিল। সর্বশেষ মঙ্গলবার রাতে সিমা খাতুনকে রনি, শ্বশুড় টিপু সুলতান ও শ্বাশুড়ি তাকে অমানষিক নির্যাতন করে। মারধরে অজ্ঞান হয়ে গেলে প্রতিবেশীরা তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।
সিমার মা আঙ্গুরা খাতুন বলেন, রনি জোড়াদহ ভূমি অফিসে চাকুরি করে। বিয়ের পর থেকে ওই লোভী রনি আমার মেয়েকে নির্যাতন করছে। আমি এর বিচার চাই।
অভিযুক্ত রনি বিশ্বাস বলেন, অনেক বিষয় আছে ভাই। সরাসরি দেখা করেন বলতে পারব। এ ব্যাপারে হরিণাকুন্ডু থানার ওসি আব্দুর রহিম মোল্লা বলেন, ঘটনাটি শুনেছি। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ দিলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৩৫ বছর পর মায়ের কোলে ফিরেছে পাকিস্তানে পাঁচার হওয়া ঝিনাইদহের জাহেদা

ঝিনাইদহের জাহেদা খাতুনকে ১৯৮৫ সালে পাবনার ঈশ্বরদীতে বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের কয়েক বছর পর তাকে নেশা জাতীয় ওষুধ খাইয়ে পাকিস্তানে বিক্রি করে দেয় শ্বশুরবাড়ির লোকজন। জাহেদার পরিবারকে বলা হয় তিনি বাড়ির উদ্দেশ্যে চলে গেছেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাকে না পেয়ে পরিবার ভেবেছিল তিনি মারা গেছেন। কিন্তু মায়ের মন বলছিল মেয়ে একদিন ফিরে আসবে। দীর্ঘ অপেক্ষার পর সেই জাহেদা প্রায় ৩৫ বছর পর পাকিস্তান থেকে ফিরে এসেছেন।

জাহেদা খাতুনের বর্তমান বয়স ৫৫ বছর। ঝিনাইদহ সদরের ভুটিয়ারগাতী গ্রামের মৃত জব্বার আলী শেখের বড় মেয়ে। গত ২৮ শে আগস্ট রাতে তিনি বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে পাকিস্তান থেকে দেশে আসেন। পরদিন ২৯ আগস্ট বিকেলে তিনি ঝিনাইদহে বাবার বাড়িতে ফেরেন।

জাহেদা মাত্র তিন মাসের ভিসায় পরিবারের কাছে ফিরেছেন। সময় শেষ হলেই তাকে পাকিস্তানে ফিরতে হবে।
জাহেদার পরিবারের লোকজন সাংবাদিকদের জানান, ৪০ বছর আগে পাবনা জেলার ঈশ্বরদীর রহিমের সঙ্গে জাহেদার বিয়ে হয়। পরিবার জানতো না তার ঘরে সতীন আছে। শ্বশুর-শাশুড়ি ও ননদ ষড়যন্ত্র করে জাহেদাকে নেশা জাতীয় কিছু খাইয়ে অজ্ঞান করে বিক্রি করে দেন। পরে যখন তার জ্ঞান ফেরে তিনি তখন দেখেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জায়গায় রয়েছেন। পরবর্তীতে বুঝতে পারেন এটা বাংলাদেশ নয়, পাকিস্তানের করাচি। সেখানে তাকে দুই বার বিক্রি করা হয়।

একপর্যায়ে সেখানকার এক আলেম তাকে কিনে মুক্ত করে দেন। তখন বাংলাদেশে ফিরে আসার কোনো ব্যবস্থা করতে না পেরে তিনি জাহেদাকে এক পাকিস্তানি যুবক গুল্লা খানের সঙ্গে বিয়ে দেন। জাহেদার জীবনে একটু স্বস্তি ফিরে আসে। সেখানে তার ইয়াসমিন (২২) নামের একটি মেয়ে রয়েছে।

জাহেদার অন্তরে নিজ দেশ, মা, বাবা, ভাই ও বোনের প্রতিচ্ছবি ভাসছিল। পাকিস্তানের ওয়ালিউল্লাহ মারুফ নামে এক ছেলের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তিনি ২০১৮ সাল থেকে জাহেদাকে নিয়ে নিয়মিত ফেসবুকে পোস্ট দিতে থাকেন। সেই পোস্ট চোখে পড়ে নেত্রকোনার ছেলে মনজুর আহমেদের। এরপর তাদের যোগাযোগ হতে থাকে পরিবারের সঙ্গে কথা হয় জাহেদার। জাহেদা বাড়ি ফিরতে চান। কিন্তু টাকা ও পাসপোর্টের অভাবে তিনি ফিরতে পারেন না। পরে ওয়ালিউল্লাহ মারুফই সব ব্যবস্থা করে তাকে দেশে পাঠান।

মুনজুর আহম্মদ জানান, তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আল-কোরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্ট্যাডিজ বিভাগে পড়াশোনা করেন। তার বাসা নেত্রকোনা জেলায়। তিনি ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে ফেসবুকে একটি পোস্ট দেখতে পান। সেখানে উর্দু থেকে বাংলায় অনুবাদ করে প্রচার করার সহযোগিতা চেয়ে আবেদন করা হয়। এরপর তিনি দেখতে পান ঝিনাইদহ জেলার জাহেদা খাতুন পাকিস্তান থেকে দেশে আসার জন্য খুবই আকুতি মিনতি করছেন। তিনি ঝিনাইদহের বিভিন্ন জায়গায় তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রথমে ব্যর্থ হলেও কিছুদিন

ঝিনাইদহের হলিধানী ইউনিয়নে এমপি’র অনুদানের চেক বিতরণ

ঝিনাইদহ সদরের ৪নং হলিাধানী ইউনিয়নে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সুমির দেওয়া আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়েছে। ৪নং হলিধানী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে এই চেক হস্তান্তর করা হয়। অনুদানের চেক পেয়েছেন গাড়ামারা গ্রামের উত্তর পাড়া গোরস্থানে ১ লক্ষ টাকা ও হলিধানী শেখপাড়া মসজিদে ৫০ হাজার টাকা । চেক হস্তান্তর করেন ৪নং হলিধানী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মতিয়ার রহমান, ঝিনাইদহ সদর উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ হারুনুর রশিদ। এসময় ইউনিয়ন পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় হত্যা মামলায় ৫ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বালিয়াশিশা গ্রামের কৃষক আব্দুল খান হত্যা মামলায় ৫ আসামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সেই সাথে তাদেরকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৩১ আগস্ট) দুপুর ১টার দিকে কুষ্টিয়া অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ১ম আদালতের বিচারক তাজুল ইসলাম এ রায় দেন।দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার সুলতানপুর গ্রামের নজরুল খানের ছেলে মজিবুল (৪0), বাবু খানের ছেলে সাইফুল খান ও মো. আরিফ, মৃত ইনসার খানের ছেলে শফি খান, সন্তোষ মন্ডলের ছেলে আসাদুল ইসলাম। আসামীগণের উপস্থিতিতে আদালত

এ রায় প্রদান করেন। মামলার অন্য দুই আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাদেরকে খালাস দেয়া হয়।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৪ সালের জুনের ১৯ তারিখে রাত ২টার দিকে বালিয়াশিশা গ্রামের বাড়িতে এসে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে আব্দুল খানকে হত্যা করে। ওইদিন তার ছেলে নাজমুল খান বাদী হয়ে দৌলতপুর থানায় মামলা করেন। মামলায় তিনি উল্লেখ করেন, আসামিদের সঙ্গে মারামারির ঘটনায় হত্যার হুমকি থাকায় তারা সুলতানপুর গ্রাম ছেড়ে পাশের দৌলতপুর উপজেলার বালিয়াশিশা গ্রামে ঘর তুলে বসবাস করছিল। আসামিরা সেখানে গিয়েই এই হত্যাকাণ্ড ঘটায়। দৌলতপুর থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) নারায়ণ চন্দ্র মামলার তদন্ত শেষে ০৭ জন আসামীর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। আসামিদের মধ্যে সাইফুল খান ও শফি খান ঘটনার সাথে জড়িত মর্মে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। ১৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে আদালত এ রায় দেন।